প্রথম আলো

তারিখ ... SEP 05 2006 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

এইচএসসিতে ভালো ফলের কারণ

ইংরেজি সহজ, প্রশ্ন জটিল নয় উদারভাবে খাতা দেখা

শরিফুজ্জামান পিন্টু

বাংলাদেশের একজন শিক্ষার্থীর কাছে সবচেয়ে কঠিন বিষয় ইংরেজি কিন্তু পাঠ্য এবং পরীক্ষার ধরনে সৃজনশীল পরিবর্তন আনায় তাতে নম্বর পাওয়া এখন অনেকটাই সহজ। আবার যেকোনো বিষয়েই কঠিন প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষার্থীকে যেন বিপদে না ফেলা হয় তা নিশ্চিত করতে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এখন ষ্ট। অন্যদিকে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে পরীক্ষকদের রক্ষণশীল মনোভাব ঝেড়ে ফেলে উদার ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক ও পরীক্ষকদের কয়েকজন বলেছেন, নকল কমিয়ে আনার পাশাপাশি এই টি সংস্কারের ফলে এবার উচ্চ মাধ্যমিকে পাসের হার এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৪

ইংরেজি সহজ, প্রশ্ন জটিল নয়

থম পৃষ্ঠার পর

বং উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা স্মরণকালের মধ্যে লো হয়েছে। তবে তারা মনে করছেন, ত্রছাত্রীদের শেখা বা জানার পরিধি তেমন ড়েনি।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ধ্যক্ষ রোয়েনা হোসেন *প্রথম আলো*কে ঘলেন, ক্ষার কিছুটা অগ্রগতি তো অবশ্যই হয়েছে। বে পরীক্ষার ফলাফল ভালো হলেও শিক্ষার্থীর ানের জগৎ কতটা সমৃদ্ধ হচ্ছে তা নিয়ে আমার থেষ্ট দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সন্দেহ রয়েছে।'

কয়েক বছর ধরেই পাসের হার বাড়ানোর ক্ষ্যে নানা পদ্ধতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা ছে। এরই সুবাদে পাঁচ বছরের ব্যবধানে পাসের র ৩৮ শতাংশ থেকে প্রায় ৬৪ শতাংশ হলো।

কর্তৃপক্ষ প্রশ্নপত্রপ্রণেতাদের বলে আসছেন, ০ শতাংশ সাধারণ শিক্ষার্থীর কথা মাথায় রেখে শ্ন ঠিক করতে হবে। উত্তরপত্র মূল্যায়নে উদার ওয়ার জন্য মৌখিক নির্দেশনা ছিল। রীক্ষকদের বলা হচ্ছিল যেন তারা গতানুগতিক রায় নম্বর না দিয়ে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের রা অনুসরণ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক গতকাল *থম আলো*কে বলেছেন, শিক্ষার্থীকে আটকে ওয়া কোনো পরীক্ষার লক্ষ্য হতে পারে না। রং তার জানাশোনার গণ্ডির মধ্যে থেকে প্রশ্ন রাটাই যৌক্তিক। মন্ত্রী মনে করেন, একজন াত্র কী শিখেছে সেটাই জানতে চাওয়া উচিত। া শিখতে পারেনি সেই খুঁত ধরার মনোভাব থকে প্রশ্ন করলে জবাব মিলবে না এবং ফেলের ারই শুধু বাড়বে।

ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ার্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদ াকদার বলেন, সাধারণ শিক্ষার্থীরা যাতে বেশির াগ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে, সেভাবেই প্রশ্নপত্র রা উচিত। তার মতে, দেশের ২০ শতাংশ াত্রছাত্রী খুবই মেধাবী; বাকিদের মেধা সাধারণ ানের।

শিক্ষাবিদেরা বলেন, এসএসসি, এইচএসসি বং ডিগ্রি পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশই ফল করে ইংরেজিতে। কিন্তু কমিউনিকেটিভ ংরেজি বা সহজ আদানপ্রদান, প্রশ্নোত্তরের মধ্য য়ে ইংরেজি শেখানোর পদ্ধতি চালু হওয়ার পর ফলের হার পর্যায়ক্রমে কমে আসছে।

এ প্রসঙ্গে ভিকারুননিসার অধ্যক্ষ রোয়েনা াসেন ব্যাখ্যা করলেন, 'আগে ইংরেজিতে চনামূলক প্রশ্ন আসত। এর ফলে মূলত বিষয়টি া এলে পরীক্ষার্থী কিছুই লিখতে পারত না। খন প্রশ্নের মধ্যে ম্যাচিং বা সঠিক উত্তর বেছে ওয়ার মতো পদ্ধতি আছে। কমপ্রিহেনশন বা শ্নপত্রে দেওয়া একটি অনুচ্ছেদ পড়ে সেটা ম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে। কয়েক বছর রে দেখছি, এগুলো রপ্ত করতে পারলে ংরেজিতে এ গ্লাস পাওয়া খুব কঠিন নয়।'

অধ্যক্ষা আরও জানান, প্রথমদিকে শিক্ষক-শিক্ষার্থী দু পক্ষেরই কমিউনিকেটিভ ইংরেজির ধারাটা ধরতে কিছু সময় লেগেছে। তবে এটা এখন অনেকটাই রপ্ত হয়ে গেছে।

ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ কাজী মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম ফারুকী মনে করেন, ছেলেমেয়েদের মধ্যে নোটবইয়ের বদলে মূল পাঠ্যবই পড়ার অভ্যাস বাড়ার কারণেও ফলাফল ভালো হচ্ছে। তিনি বলেন, 'তারা বুঝতে পেরেছে নোট, গাইড পড়লে পাস হয়তো করা যায়, কিন্তু ঝুঁকি থাকে অনেক। তা ছাড়া সবার একই রকম উত্তর পড়ে পরীক্ষক বিরক্ত হন। এখন পরীক্ষার খাতায় নতুনত্ব পাচ্ছি। এমনিতেই উদারভাবে নম্বর দেওয়া হচ্ছে।'

শিক্ষকেরা বলেন, আগে সাহিত্য বা ইতিহাসের মতো বিষয়ে খুব ভালো লিখলেও নম্বর দেওয়া হতো টেনে, হয়তো ৬০ শতাংশের সীমার মধ্যে। কিন্তু এখন পরীক্ষকেরা বিদেশের মতো উদার বা ইতিবাচক হচ্ছেন। রোয়েনা হোসেন বলেন, এটা অনুপ্রেরণামূলক, 'ইউরোপ-আমেরিকায় কেউ যদি নির্দিষ্টসংখ্যকের অতিরিক্ত প্রশ্নের জবাব লেখে, পরীক্ষক তখন বিবেচনা করেন, যে সময়ে তার পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দেওয়ার কথা, সেই সময়ে সে ছয়টি প্রশ্ন লিখেছে। তাকে হয়তো ১০০-তে ১০৫ দিয়ে উৎসাহিত করা হয়।'

এবার এইচএসসির ভালো ফল হওয়ার আরেক কারণ, ইদানীংকার নিয়মানুযায়ী কলেজের নির্বাচনী পরীক্ষায় এক বিষয়ে ফেল করা পরীক্ষার্থীদের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে দেওয়া হচ্ছে না। এর পাশাপাশি নকল কমাটাও ইতিবাচক হয়েছে। ২০০১ সালে নকলের অভিযোগে বহিষ্কার হয়েছিল ৩৫ হাজার ৫৪৩ জন ছাত্রছাত্রী। ২০০৬ সালে বহিষ্কার হয়েছে মাত্র ৬৫৫ জন পরীক্ষার্থী।

শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক বলেন, 'নকল বন্ধ হওয়ায় পাস করার যোগ্য শিক্ষার্থীরাই এগিয়ে যাচ্ছে।' তা ছাড়া তিনি দাবি করেন, ক্লাসে পড়ালেখার পরিবেশ আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে।